



## 141103 - ওয়াসওয়াসাগ্রসত নারী যনি রোয়ার ব্যাপারে সন্দহিন

### প্রশ্ন

আমি ২৪ বছর বয়সী ময়ে। আমার বয়স যখন ১৭ বছর ছিল তখন আমি OCD (বাধ্যগত শূচবায়ু বা ওয়াসওয়াসা) রোগে আক্রান্ত ছিলাম। কিছু সময় পর আমি এর চিকিৎসা নিয়েছি। কিন্তু এখনও আমার সমস্যাটি আছে এবং আমাকে অনেকে কষ্ট দিয়ে। ইদানিং কখনও কখনও কিছু চিন্তার উদ্ভবে হচ্চে যে: 'আমি যখন সকেনেডারি স্কুলে সকেনেড ইয়ারে ছিলাম তখন আমি ইচ্ছা করে রোয়া রাখতাম না এবং এখনও আমি ইচ্ছা করে রোয়া রাখছি না'। অথচ আমার স্মরণ পড়ছে না যে, আমি রোয়া রাখনি। এ রোগের কারণে আমি অনেকে কিছু ভুলে যাই; স্মরণ করতে পারি না। এটা কি ঠিকি যে, হতে পারে আমি রোয়া রাখনি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যহেতু আপনি স্মরণ করতে পারছেন না যে, আপনি রমযানের রোয়া রাখেননি সুতরাং এ ধরণে সন্দহে শয়তানের ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা)। আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়। আলমেগণ এ সংক্রান্ত একটি নীতি উল্লেখ করেছেন: কোন মুসলিম কোন একটি ইবাদত সমাপ্ত করার পর যদি সন্দহের উদ্ভবে হয় তার ইবাদত কি সহি; নাকি নয়? এ সন্দহের দিকে ভ্রুক্ষেপে করা যাবে না এবং ইবাদত পালন সহি।

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। ইবাদত সমাপ্ত করার পর সন্দহে হলে ইবাদতের উপর সটোর কোন প্রভাব নই। কিছু মানুষ নামায শেষে সালাম ফরিয়ে ফেলার পর শয়তান এসে বলে: তুমি সূরা ফাতহা পড়নি। তুমি একবারের বেশি সজেদা দাওনি। সে ব্যক্তিকে এ ধরণে সন্দহে ছুড়ে মারতে হবে। কনেনা ইবাদত সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর সন্দহের কোন প্রভাব নই।

অনেকে মানুষ আছে খুবই সন্দহে প্রবণ। সন্দহে ছাড়া কোন ইবাদত পালন করতে পারে না। এ ব্যক্তিও সন্দহকে ছুড়ে মারবেন; সন্দহের প্রতি ভ্রুক্ষেপে করবেন না। কনেনা এটাই হচ্চে কুমন্ত্রণা। [সমাপ্ত][দুস ওয়া ফাতাওয়াল হারাম আল-মাদানী (পৃষ্ঠা-১৫৩)]



এই আলোচনার ভিত্তিতে আপনার কাছে কোন শয়তান এসে যদি আপনাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে যে, 'আপনি রীষা রাখতেন না' আপনি এ সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ಷেপে করবেন না এবং এটা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত করবেন না।

এ সংক্রান্ত একটা মজার ঘটনা ইবনুল জাওয়াযি (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন:

"আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, এক লোক আবু হাযমে এর কাছে এসে তাকে বলল: আমার কাছে শয়তান এসে বলে যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ফেলেছে। এভাবে সে আমার মাঝে সন্দেহ তৈরি করে। তখন তিনি তাকে বললেন: তুমি কি তাকে তালাক দাওনি? সে বলল: না। তিনি বললেন: তুমি কি গতকাল আমার কাছে এসে তাকে তালাক দাওনি? সে বলল: আল্লাহর কসম আমি আজকরে আগে আপনার কাছে আসিনি এবং কোনভাবেই তাকে তালাক দিই নাই। তখন তিনি তাকে বললেন: যখন শয়তান তোমার কাছে আসবে তখন আমার কাছে যত্নে কসম করছে ঠিকি শয়তানকেও সত্নে কসম করে বলবে। এভাবে তুমি নিরাপদ থাকতে পারবে।" [আল-আযকিয়া (পৃষ্ঠা-৩১) থেকে সমাপ্ত]

এ ধরণের কুমন্ত্রণার সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা হল— আল্লাহর যিকরি, আল্লাহর কাছে দোয়া করা ও শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। এরপর এসব কুমন্ত্রণাকে এড়িয়ে যাওয়া, এগুলোর প্রতি ভ্রুক্ক্ষেপে না করা। তাই এ চিন্তাগুলোকে অপনোদন করতে হবে। এ চিন্তাগুলোকে বাড়তে দেওয়া ও চলতে দেওয়া যাবে না। যদিও মানুষের মনরে জন্ম এটা করা কঠিন; কিন্তু এটাই হল এর চিকিৎসা।

গুরুত্বপূর্ণ বধায় 62839 নং প্রশ্নোত্তরটিও পড়তে পারেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।